বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ

১. প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ, মতান্তরে ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)

২. মধ্য যুগ (১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল)

আদি যুগ বা প্রাচীন যুগ

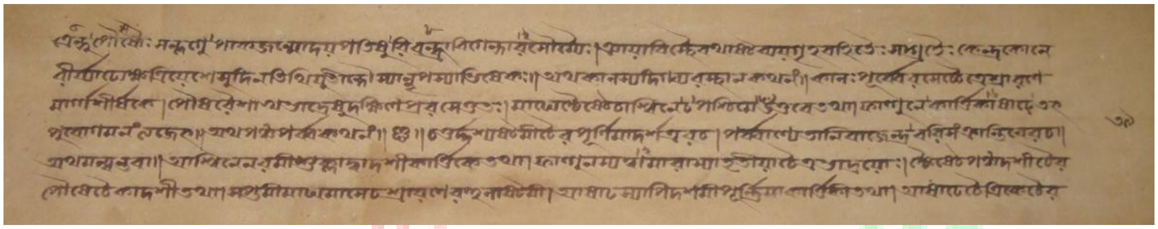

চিত্র: চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের পূর্বে বাংলায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্ঠ ভাষায় সাহিত্য রচিত হতো। এই সাহিত্যের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের আদি অধ্যায়ের সূচনা। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের বহু পূর্বে বাঙালিরা বাংলা নামের আলাদা ভাষা নিয়ে একটি বিশেষ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে প্রথমদিকে বাংলায় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও অনার্য সংস্কৃতির সংযোগ ঘটেনি। সংস্কৃত ভাষায় লেখা অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধরের কাব্য কবিতা, জয়দেবের গীত গোবিন্দম্, কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় ও সদুক্তি কর্ণামৃত নামক দুটি সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ এবং অবহট্ঠ ভাষায় রচিত কবিতা সংকলন প্রাকৃত-পৈঙ্গল বাংলা সাহিত্য রচনার আদি নিদর্শন। এ সকল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত না হলেও তৎকালীন বাঙালির সমাজ, আচার-আচরণ, ঐতিহ্য প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। পরবর্তীকালের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে গীত গোবিন্দম্ কাব্যের প্রভাব অনস্বীকার্য।

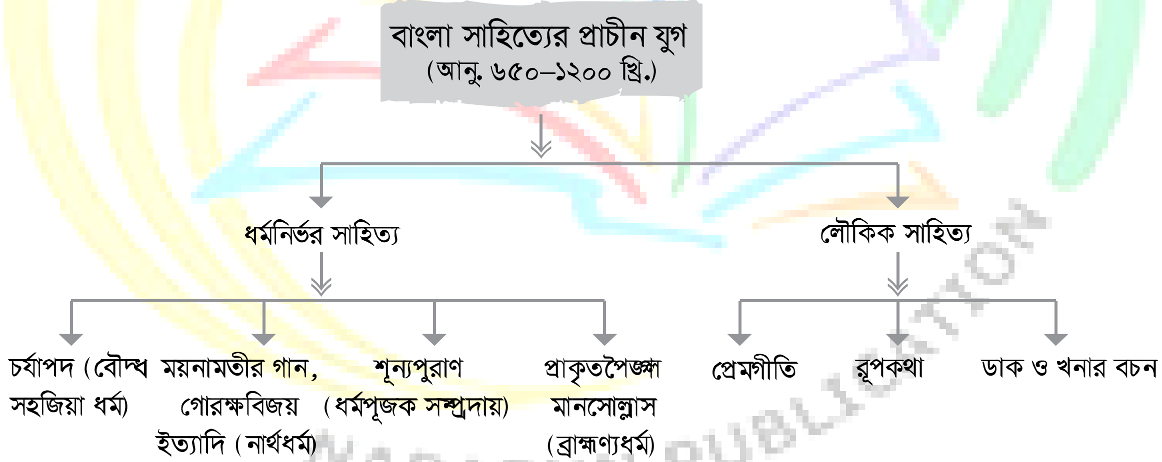

NABARUN PUBLICATION

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন হলো চর্যাপদ। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত চর্যাপদাবলি ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন সংগীত। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণ বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, চর্যার ভাষা প্রকৃতপক্ষে হাজার বছর আগের বাংলা ভাষা। সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্র এই পদসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে অনেকে মনে করেন, চর্যাপদের বহু আগে প্রাচীন বাংলায় আরও অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে, যা কালের গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে একটি পুথির কিয়দংশ উদ্ধার করেন। এই পুথি চর্যাপদ নামে পরিচিত। চর্যাপদকেই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন মনে করা হয়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পান। তবে এর রচনাকাল নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুনীতি কুমার এই আদি নিদর্শনের রচনাকাল খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতক মনে করেন। শহীদুল্লাহ মনে করেন, ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ চর্যাপদ রচনার সূচনা কাল।

প্রাচীন বাংলার বৈশিষ্ট্য:

ধ্বনিগত: (ক) যুক্তব্যঞ্জন থেকে যেসব যুগ্মব্যঞ্জন উৎপন্ন হয়েছিল সেগুলো সরল হয়ে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, আর তার আগের স্বরধ্বনিটি পৃথক প্রলম্বিত (compensatory lengthening) হয়, ফলে দীর্ঘস্বর ধারণ করে। (খ) অন্ত অ অক্ষুণ্ন থাকে এবং অন্ত ই দীর্ঘ ঈ-তে পরিণত হয়।

রূপগত: (ক) সম্বন্ধ বিভক্তিতে এবং ল-যুক্ত অতীতে স্ত্রীলিঙ্গ বজায় থাকে; (খ) আধুনিক বাংলা বিভক্তির আদিরূপ এই পর্বেই দৃশ্যমান হয়। তবে, কালবাচক -ইল -ইব প্রভৃতি কর্ম ভাববাচ্যের কর্তার সঙ্গে ব্যবহৃত হতে থাকে; (গ) সর্বনামেও আধুনিক বাংলা সর্বনামের আদিরূপ আহ্মে, তুহ্মে, যহ্মে প্রভৃতির ব্যবহার বহাল থাকে।

মধ্য যুগ

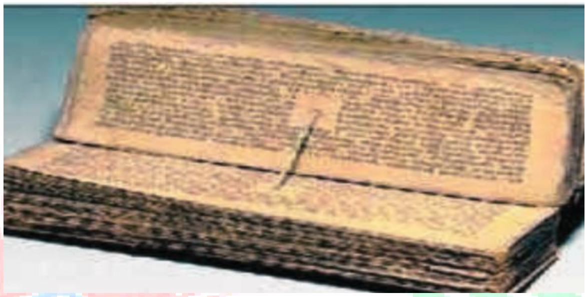

১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হিসেবে বিবেচিত। মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন বড় চন্ডীদাসের শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন। আনুমানিক চৌদ্দ শতকের শেষার্ধে বা পনেরো শতকের প্রথমার্ধে বড় চন্ডীদাস রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে এ কাব্য রচনা করেন। এ সময় মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর পঞ্চদশ শতকে প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার সূচনা করেন। এছাড়া অনুবাদ সাহিত্য মধ্যযুগের আরেক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। অনুবাদ ধারার সত্রপাত হয় কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক রামায়ণের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বাংলায় অনূদিত হয়েছে আরও অনেক গ্রন্থ। মধ্যযুগের পরিসর জুড়ে বিস্তৃত ছিল মঙ্গালকাব্য। দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক এই কাব্যধারার সূত্রপাত হয় পনের শতকে। তবে ষোলো শতকে এর সর্বাধিক প্রসার ঘটে। ধর্মমঙ্গাল, মনসামঙ্গাল, শিবমঙ্গাল বাশিবায়ন, চন্ডীমঙ্গাল ইত্যাদি এ ধারার নানা শাখা। এই ধারার অন্যতম কবি মানিক দত্ত, কানাহরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর প্রমুখ। শ্রী চৈতন্য দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। মধ্য যুগেই আরাকানের রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। এছাড়া শাক্ত পদাবলি, নাথ সাহিত্য, বাউল ও অপরাপর লোকসংগীত, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গা-গীতিকা ইত্যাদি অমূল্য সাহিত্য মধ্য যুগেরই সৃষ্টি।

বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ (অনু. ১২০১–১৮০০ খ্রি.)

- ১. চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ (১৩৫০–১৫০০ খ্রি.)
  - বৈষ্ণব সাহিত্য
  - মঙ্গলকাব্য
  - অনুবাদকাব্য
- ২. চৈতন্য যুগ (১৫০১–১৬০০ খ্রি.)
  - মঙ্গলকাব্য
  - বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য
  - জীবনী কাব্য
- ৩. চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১–১৮০০ খ্রি.)
  - মঙ্গলকাব্য
  - অনুবাদকাব্য
  - জীবনী কাব্য
  - আরাকানের মুসলিম কবি সমাজের কাব্য ও বাউলগান
  - শাক্ত পদাবলি
  - বৈষ্ণব সাহিত্য

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রাজা-মহারাজাদের স্তুতি ও অর্চনাই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। মধ্য যুগে এসে এটি ধর্ম, বিশ্বাস ও লৌকিকতাকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। বাংলায় ইংরেজ আগমন, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন বাঙালি জনসমাজকে আর্থসামাজিক কারণে জীবনমুখী করে তুলে। বাঙালির চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। মানবতা, ব্যক্তি চেতনা, জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্র ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন একটি অধ্যায় যোজিত হয়; বাংলা সাহিত্যে যাকে আধুনিক যুগ বলা হয়। অবশ্য মধ্য যুগের শেষ ও আধুনিক যুগের সূচনার সময় অর্থাৎ ১৭৬১ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় বাংলা সাহিত্যের যুগ-সন্ধিক্ষণ নামে পরিচিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ যুগের প্রধান কবি। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ উভয় যুগের ধ্যানধারণার সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায়।

১. চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ

- তেরো শতক
- চৌদ্দ শতক

(এই দুশবছরের মধ্যে প্রথম দেড়শ বছর বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ, সংস্কৃত শ্লোকাবলির সংকলন কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রকৃতি রচনাকাল।)

- পনেরো শতক
  - বড়ু চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন)
  - বড়ু চণ্ডীদাস (পদাবলি)
  - কৃত্তিরাম (রামায়ণ পাঁচালি)
  - বিদ্যাপতি (পদাবলি)
  - মালাধর বসু (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)
  - ময়ূর ভট্ট (ধর্মমঙ্গালকাব্য)
  - কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব (মনসামঙ্গালকাব্য)

SINCE 1993 BARUN PUBLICATION

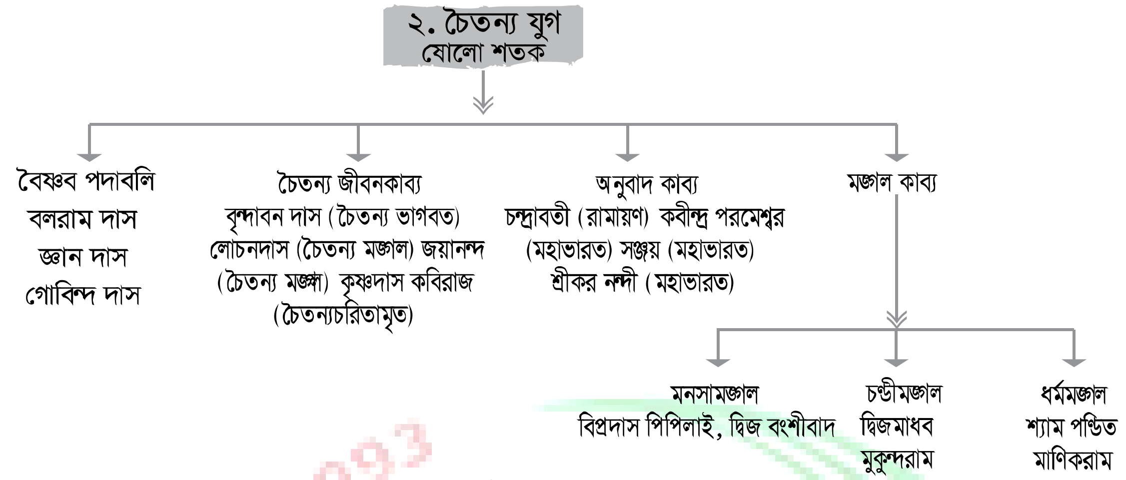

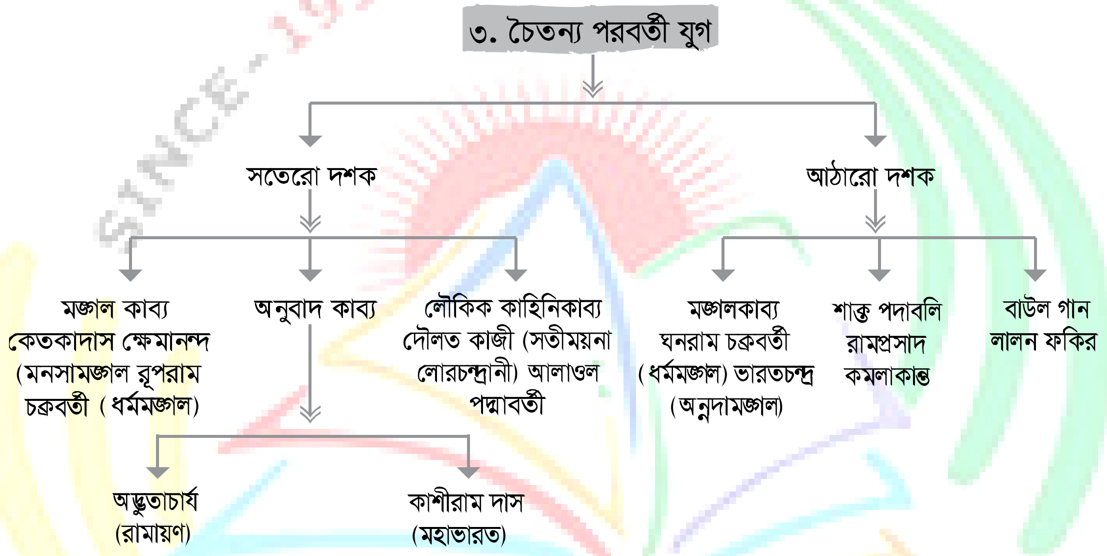

রেখাচিত্রগুলো ভাষারীতি, প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, লেকচার পাবলিকেশন্স লি., ২০২৫ থেকে সংগৃহীত

আধুনিক যুগপূর্ব বাংলা ভাষায় সাহিত্যগুণসম্পন্ন কোনো গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব দেখা যায় না। যদিও বাঙালির প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে কথ্য ভাষার ব্যবহার ছিল গদ্যময়। কাব্য ব্যতীত ভাষার লিখিত রূপ দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, বংশ তালিকা ও খ্রিস্টান মিশনারি-রচিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

মধ্য বাংলা: ধ্বনিগত (ক) মধ্যযুগের বাংলায় আদি-মধ্যস্তরে ই্ উ্ প্রভৃতি অর্ধস্বরের দুর্বলতা ছিল প্রবল, (খ) মহাপ্রাণ নাসিক্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ পায়, (গ) নাসিক্য ধ্বনি + ব্যঞ্জনের স্থলে অনুনাসিক স্বর + ব্যঞ্জন প্রাণ পায়। **রূপগত:** (ক) কালবাচক ইল্-ইব্ প্রভৃতি বিভক্তি কর্মভাব বাচ্যের কর্তার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে কর্তৃবাচ্যের কর্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হতে থাকে, (খ) বিভক্তির পরিবর্তে অনুসর্গ দিয়ে কর্মভাব বাচ্য গঠিত হতে থাকে, (গ) যুক্ত ও যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাপক বিস্তার ও প্রয়োগ শুরু হয়।

অন্ত্যমধ্য বাংলা: ধ্বনিগত (ক) অন্ত্য অ-এর লোপ পায়, (খ) অপিনিহিতির উদব ও বিস্তার ঘটে, (গ) নতুন স্বরধ্বনি অ্যা-এর উদব হয়। **রূপগত:** (ক) -র, -গুলা, -গুলি, -দি, -সমূহ ইত্যাদি বিভক্তির উদব ঘটে। **শব্দগত:** সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, তুর্কি প্রভৃতি ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ গৃহিত হতে থাকে।

অন্ধকার যুগ

১২০১–১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের ‘অন্ধকার যুগ’ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, ‘বন্ধ্যাযুগ।’ ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোনো সাহিত্যকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ সময়টাকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। তবে অনেকের মতে, সময়টি মোটেও বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ নয়। এটি কোনো সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের যুগ ছিল না।

ধর্মশিক্ষা ও শিল্পচর্চার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত ছিল, তারা সীমিত আকারে হলেও শিক্ষা-সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে, কেউ লোকভাষা বাংলাকে গ্রহণ করেননি। এটিই বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন না থাকার মুখ্য কারণ। ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাকে অনেকটা ম্লান করে দেয়। ধর্মীয় ও রাজনীতিক কারণে এ সময় বাংলা ভাষায় কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তাই অনেক ঐতিহাসিক ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন। এ সময়ের সাহিত্য নিদর্শন: ১. প্রাকৃত ভাষার গীতিকবিতার সংকলিত গ্রন্থ 'প্রাকৃত পৈঙ্গাল' ২. রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্য পুরাণ' (গদ্য-পদ্য মিশ্রিত) ৩. হলায়ুধমিশ্র রচিত 'সেকশুভোদয়া' (গদ্য-পদ্য মিশ্রিত) ৪. ডাক ও খনার বচন, 'নিরঞ্জনের উষ্মা' শূন্যপুরাণ-এর অন্তর্গত একটি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগ

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও, মোটামুটিভাবে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে সাহিত্যিকগণ মনে করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের যুগে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই সময় থেকে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তে মানুষ, মানবতাবাদ ও মানব-মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর বাংলা সাহিত্যও দুটি ধারায় বিভক্ত হয়। যথা: ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলাদেশের সাহিত্য এবং কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্যধারা হিসেবে স্বীকৃত।

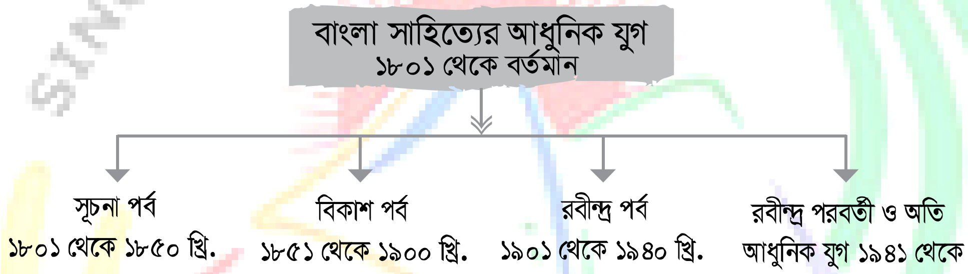

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে এই কলেজে বাংলা বিভাগ খোলার পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা ঘটে। শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাশাপাশি রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য-সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। এসময় গদ্য-নির্ভর সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ও প্রহসন বাংলা ভাষাকে বৈচিত্র্যময় করে তুলে। কালের দিক থেকে সাহিত্য ও সৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপ বিবেচনা করে আধুনিক যুগকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়। যথা:

১৭৬০–১৭৯৯ খ্রি. (আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব)
১৮০০–১৮৫৮ খ্রি. (আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্ব)
১৮৫৯–১৯০০ খ্রি. (আধুনিক যুগের তৃতীয় পর্ব)
১৯০১–১৯৪৭ খ্রি. (আধুনিক যুগের চতুর্থ পর্ব)
১৯৪৮–২০০০ খ্রি. (আধুনিক যুগের পঞ্চম পর্ব)
২০০১ খ্রি.–বর্তমান কাল (আধুনিক যুগের ষষ্ঠ পর্ব)

১৮০১ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় আধুনিক সাহিত্যধারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। এ সময়কে আধুনিক সাহিত্যের উন্মেষ পর্ব এবং ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পরবর্তী সময়কে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ পর্ব বলা হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বিকাশ পর্বের সূচনা কালের অন্যতম প্রতিভা বলা যায়।

NABARUN PUBLICATION

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৪)

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বাঙ্গানে পৌঁছে যায়। ১৮৬১ থেকে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে রবীন্দ্র-প্রতিভায় উজ্জ্বল। এই সময়কে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র যুগ বলা হয়।

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা একাধিক ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঢাকা ও কলকাতাকেন্দ্রিক দুটি ভিন্ন ধারায় বাংলা সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করে। এর মূল ভূমিকা রাখে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাভাষীদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এই মাত্রাকে আরও বেগবান করে দেয়। বিশ শতকের শেষাংশে এসে ইউনেস্কো বাঙালির ভাষা আন্দোলনের তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বাঙ্গানে আরও মহাসমারোহে অধিষ্ঠিত হয়।

আধুনিক বাংলা

ধ্বনিগত: (ক) হ্রস্ব-ই এবং হ্রস্ব-উ-এর প্রভাবে স্বরসঙ্গতির ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগ শুরু হয়। (খ) অপিনিহিত ই্ উ্-এর বিলোপ ঘটে। (গ) দ্বিতীয় স্বরলোপ বা দ্বিমাত্রিক তার উদব হয়। (ঘ) এ (অ)-জাত অ্যা-র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। (ঙ) মৌখিক স্তরে স্বরাগম ও স্বরভক্তির দ্বারা যুক্তব্যঞ্জন ভাঙা ও বিশ্লেষণ শুরু হয়। (চ) তৎসম ব, ম ও য-ফলাবিশিষ্ট যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবনের ব্যাপক প্রয়োগ ও জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

রূপগত: (ক) মৌখিক স্তরে প্রমিত বাংলায় সর্বনামের সংক্ষেপণ ঘটে। যেমন– তাহাদের → তাদের। একই সংক্ষেপণ ঘটে ক্রিয়া পদের। যেমন– করিয়াছিল → করেছিল, হাসিতেন → হাসতেন। বিভিন্ন উপভাষায় মধ্য বাংলার অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থেকে যায়।

NABARUN PUBLICATION